শ্রম দিবস

জেফ্রি স্কট

চিত্রাঙ্কনঃ চেরি আর ওয়াইম্যান

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী

শ্রম দিবস

জেফ্রি স্কট

চিত্রাঙ্কনঃ চেরি আর ওয়াইম্যান

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী
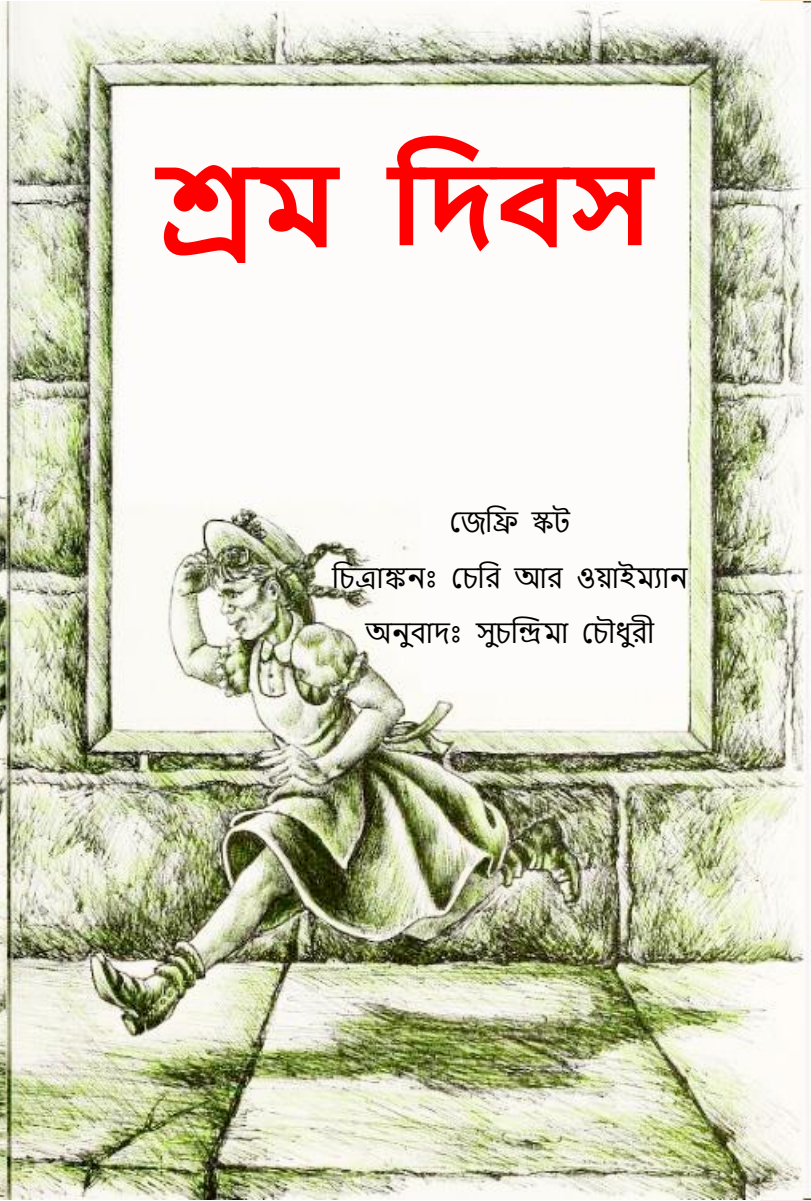
প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সোমবার শ্রম দিবস পালন করা হয়।

শ্রম দিবস পালনের মধ্যে দিয়েই শেষ হয় গরমকালও। এই দিনটি সারা আমেরিকা জুড়েই উদযাপন করা হয়। কিন্তু কেউ কি জানেন কেন আমরা এই দিনটিকে শ্রম দিবস হিসেবে পালন করি?

এই দিনটির আসল মাহাত্ম্য কি?

আগে তো এই দিনটি এভাবে পালন করা হত না! তখন কোনো শ্রম দিবস বলে কিছু ছিল না। প্রথম শ্রম দিবস উদযাপন হয় আজ থেকে প্রায় শ'খানেক বছর আগে।

তখনও দিনটিকে শ্রম দিবস আখ্যা দেওয়া হয় নি। শুধু নিউ ইয়র্ক শহর ছাড়া আর কোথাও এই দিনটি পালন করাও হয় নি।
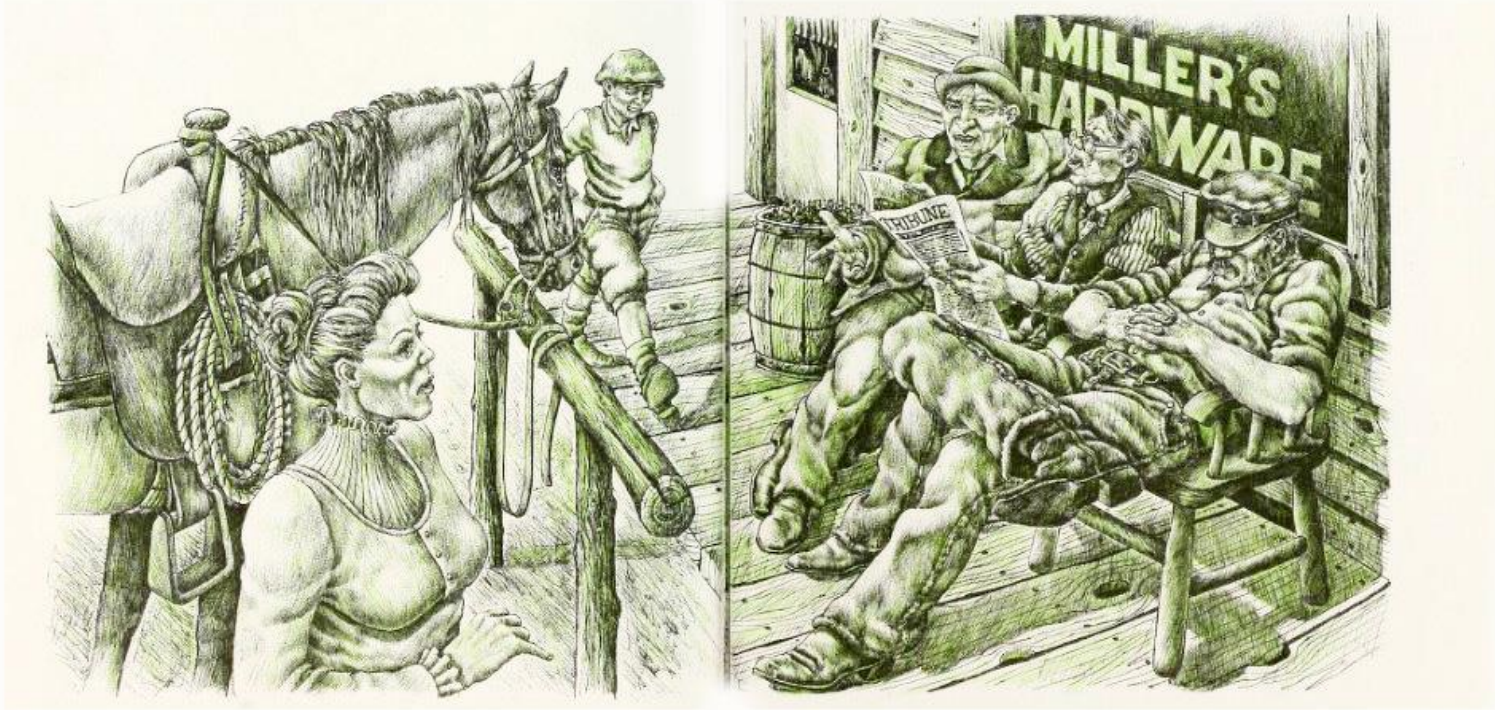
শ্রম মানে কাজ, শ্রমিক হলেন যাঁরা কাজ বা মজুরি করেন। ১৮৮২ সালে নিউ ইয়র্ক শহরে নানান রকমের কাজে পারদর্শী শ্রমিক বা মজুর বাস করতেন।

ছুতোর

রাজ-মিস্ত্রী

কাঠের মিস্ত্রী

ছাপাখানার মজুর

তাঁরা বেশীরভাগই নিজেদের কাজকে খুবই ভাল বাসতেন। তাঁরা তাঁদের হাতের কাজ নিয়ে গর্বিত বোধ করতেন।

তবে বেশ কিছু জিনিস নিয়ে তাঁরা অসন্তুষ্টও ছিলেন।

তাঁদের বেশীরভাগকেই সারাবছর প্রচুর পরিমাণে মজুরি করতে হত।

কেউ কেউ ১২-১৪ ঘন্টা করে দিনে কাজ করতেন।

আর এর সাথে তাঁরা সপ্তাহান্তে কোনো ছুটিও পেতেন না।

কখনো কখনো তাঁরা সপ্তাহে ৬ থেকে ৭ দিনও কাজ করতেন।

তাঁদের এমন সব জায়গায় কাজ করতে হত জ্যা নিরাপদ ছিল না, শারীরিক ক্ষতিরও আশঙ্কা ছিল।

আজ যদি কেউ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দিনে বারো ঘন্টা করে সপ্তাহে ৬ দিন কাজ করে, তাদের প্রচুর বেতন দেওয়া হয়।

কিন্তু ১৮৮২ সালে, এমনটা ছিল না।

মজুররা তখন খুবই কম টাকা পেতেন।

তাঁরা এত কম টাকা পেতেন যে তাঁদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের খেটে কাজ করতে হত। রোজগারের জন্য।

তারা যতদিনে ১১ বা ১২ বছরের হত, ততদিনে তারা রীতিমত মজুরি করে ক্লান্ত।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ ততদিনে কাপড়ের কলে বিশাল আর ভারী ভারী কাপড়ের গাদা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বয়ে নিয়ে যাবার কাজ করে, দিনে প্রায় দশ ঘণ্টা করে।

অথবা ততদিনে তারা কয়লার খনিতে সপ্তাহে ছদিন কয়লা ভাঙার কাজ করে।

কোনো মজদুরই এ ব্যাপারটা ঠিক মেনে নিতে পারত না। কিন্তু একজনের পক্ষে এ বিষয়ে পরিবর্তন আনা সম্ভব ছিল না।

সেটা ১৮৮০ সন,

যবে নিউ ইয়র্কের মজদুরেরা

গড়ল ইউনিয়ন।

যাকিছু এতদিন,

একজনের পক্ষে ছিল কঠিন,

সকল মজদুর মিলে,

একেবারে দিল তা বদলে।

আগে হল ইঁট ভাঁটায়।

তারপর হল কাঠের কলে।

ছোট ছোট দল

মিলিত হয়ে গড়ল বিরাট দল।

নাম দিল তার কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়ন।

এই কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়ন (সি.এল.ইউ)ছিল মস্ত আরেক আরও বড় ইউনিয়নের অংশ।

এই বিশাল দল শ্রমবীর বলে ছিল পরিচিত।

লড়েছিল তারা ঠিক বীরযোদ্ধারই মত।

তবে ছিল না কোনো ঢাল কিম্বা তরোয়াল।

তবু তারা লড়েছিল জোড়দার, ভোট আর কথা ছিল শুধু সম্বল।

লড়েছিল তাদের সন্তানেদের জন্য।

যাদের তারা করতে চেয়েছিল মুক্ত,

খনি আর কলেতে যারা খেটে মরত প্রতিনিয়ত।

লড়েছিল তারা সঠিক আয়ের দাবীতে।

আর রেখেছিল নিরাপত্তার শর্ত তার উপরেতে।

নিউ ইয়র্কের মজুরেরা শুধু মার্কিন মুলুকের থেকেই ছিল তা নয়।

ছিল তারা বহু দূর দূরান্তের দেশের।

তাদের কারো কারোর দেশে

মজুরেরা পেত ছুটি দিন বিশেষে।

প্রতিটা কাজের ছিল,বিশেষ দিন একটি করে।

কোনোটি ছিল কাঠের শ্রমিকের দিন।

কোনোটি ছিল বা রাজমিস্ত্রীর।

কোনো দিন ছিল বা ছাপাখানার।

এই প্রতিটি বিশেষ দিনে,

সেই শ্রমিকেরা পেত ছুটি নিয়ম মেনে।

কেউ তারা মাতত পিকনিকে,

কেউ বা যেত কুচকাওয়াজে।

শ্রমের নামে তারা,

গর্ব করত মনে।

কিন্তু আমেরিকাতে শ্রমিকদের জন্য কোনো ছুটি বরাদ্দ ছিল না। নিউইয়র্কে যাঁরা বাইরের দেশ থেকে এসেছিলেন তাঁরা আগের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে করে কষ্ট পেতেন। তাঁরা নতুন শহরেও আগের মতই একদিন করে ছুটি চাইতেন।

তাঁরা কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়নের কাছে একদিন করে ছুটির দাবী রাখলেন।

আর এরই ফলস্বরূপ, ১৮৮২ সালের ১৪ ই মে, কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়ন এক বিশাল শ্রম উৎসবের ঘোষণা করল।

এই উৎসব সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর দিকেই রাখা হল।

এক, আবহাওয়া এসময় বেশ ভাল থাকে। আর দুই, এতে করে ৪ঠা জুলাই আর থ্যাঙ্কস গিভিং এর ছুটির মাঝে একটা ছুটি পাওয়া গেল।

কুচকাওয়াজ আর পিকনিকের মধ্যে দিয়ে উৎসব শরগরম হয়ে উঠত। প্রতিটা মানুষ এই ছুটির দিনটা বেশ উপভোগ করতেন। শ্রমিকেরা নিজেরদের কাজ নিয়ে গর্ব করে বলতে পারতেন যদিও তাদের মধ্যে কাজের পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভও ছিল। এটা এখন ঠিক বলা যায় না ঠিক কে প্রথম এই উৎসবের কথাটি পেড়েছিলেন।

খুব সম্ভবত তিনি ছিলেন নিউ ইয়র্কের কাঠের মিস্ত্রী পিটার যে ম্যাকগুয়ার।

অনেকে আবার বলেন, পিটার ম্যাকগুয়ার নয়। তাঁর নাম ছিল ম্যাথিউ ম্যাকগুয়ার। তিনি ছিলেন নিউ জার্সির একজন যন্ত্রবিদ। তবে এটা ঠিক যে এই দুজনেই উৎসবের জন্য অনেক উঠে পড়ে লেগেছিলেন।

প্রথম উৎসবের সব ব্যবস্থা করা সারা। একটা পার্ক ঠিক করা হল যেখানে পিকনিক হবে। পুলিসের থেকে ইউনিয়ন অনুমতি নিয়ে নিল রাস্তায় প্যারেডের জন্য।

অবশেষে উৎসবের দিনও ঠিক হলঃ ৫ ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

১১ ই জুন, ১৮৮২ সাল, কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়ন থেকে উৎসবের সব টিকিট বিতরণ করা হয়ে গেছে। সবকিছু প্রস্তুতি শেষ। শুধু একটিই প্রশ্নঃ কেউ কি আসবে?

এমন দিন এর আগে আমেরিকাতে কেউ দেখেনি।

মানুষ কি এই ডাকে সাড়া দেবে?

তারা কি তাদের কাজ যাবার ভয়ে আসবে না?

জুলাই মাস পেরিয়ে গেল। আগস্ট এল। তখনও কোনো মজদুর সমিতির থেকে জানাল না কেউ তারা এই উৎসবে যোগ দেবে কিনা। এই উৎসব কি আদৌ হবে? কেউ নিশ্চিত হতে পারছিলেন না।

অবশেষে ৫ ই সেপ্টেম্বর দিনটা এল।

সকাল সাড়ে দশটায় সব মজদুরেরা লাইন দিয়ে প্যারেডের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল।

গ্র্যান্ড মার্শাল উইলিয়াম ম্যাকাবে হাজির হলেন। তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা। তিনি এক দারুন সুসজ্জিত ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলেন কুচকাওয়াজের নেতৃত্ব দেবেন বলে। তবে মজুরদের কুচকাওয়াজ দেখে তাঁর মনটা ভেঙ্গে গেল।

মাত্র গুটি কয়েক মজদুরেরাই যাবার জন্য প্রস্তুত ছিল।
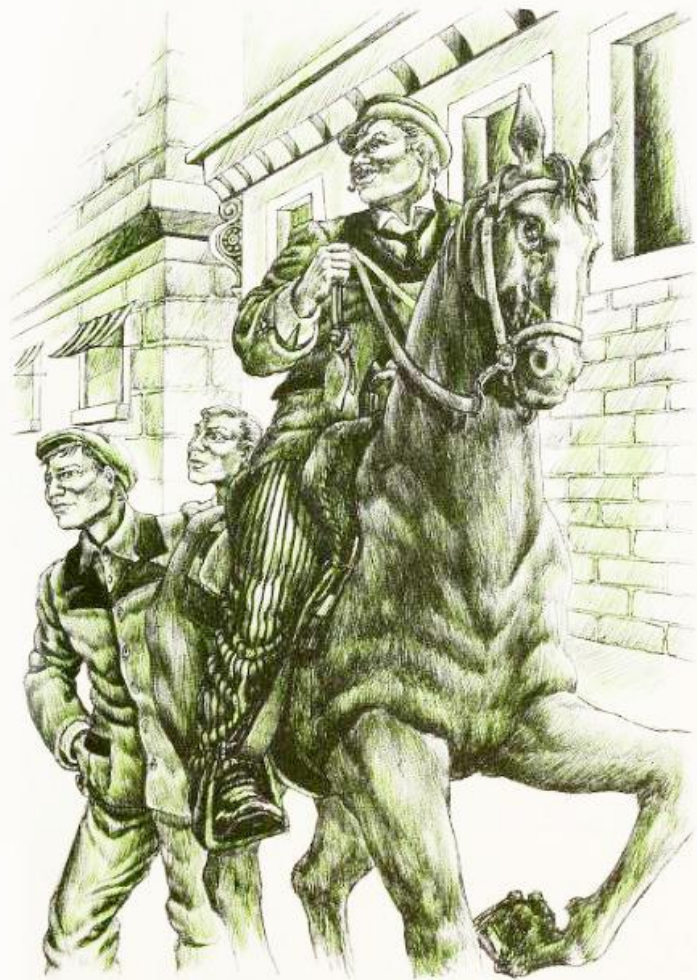
ম্যাকাবে তাও কুচকাওয়াজ শুরু করে দিলেন।

তবে কি শ্রম উৎসব সফল হল না!

সাধারণত কুচকাওয়াজ হলে যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু শ্রমিকদের মিছিল অত্যন্ত ছোট ছিল।

যান চলাচলে কোনো বাধাই পড়ল না।

শ্রমিকেরা গাড়ী, মালগাড়ীর পাশ কাটিয়ে হেঁটে চলল।

ম্যাকাবেকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল ঐ ছোট্ট দলটাকে যানবাহনের মধ্যে দিয়ে কোনোরকমে নিয়ে বেরোতে।
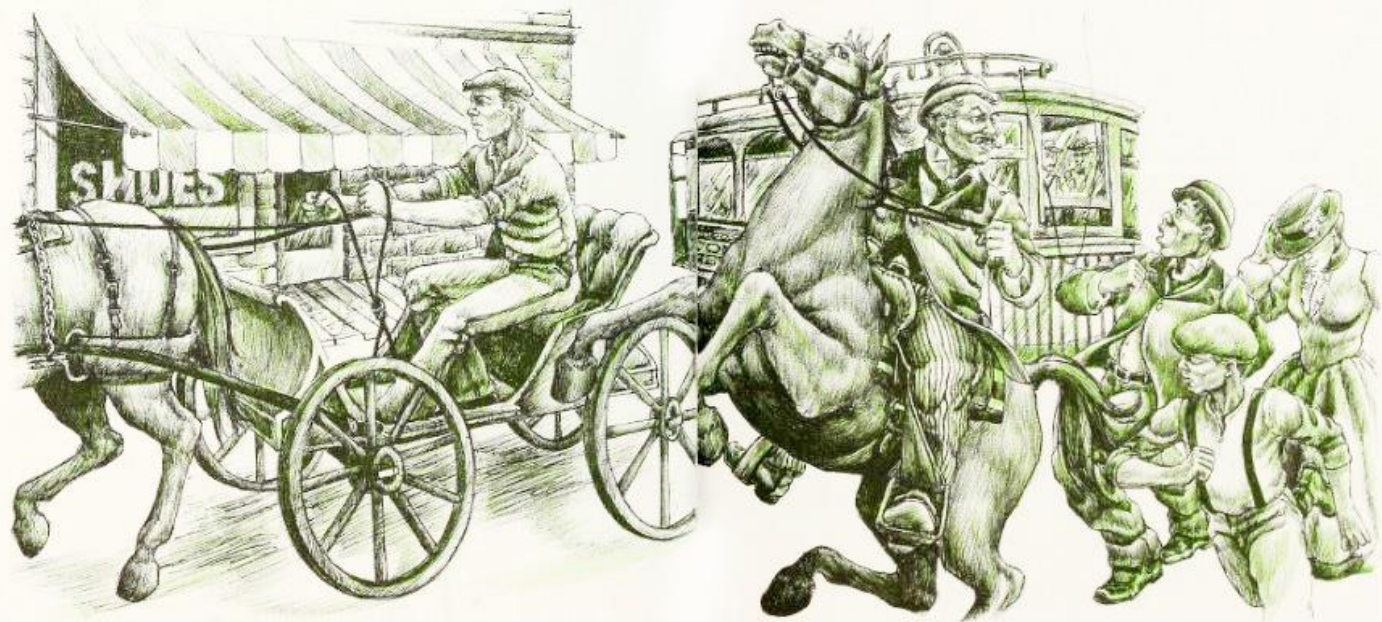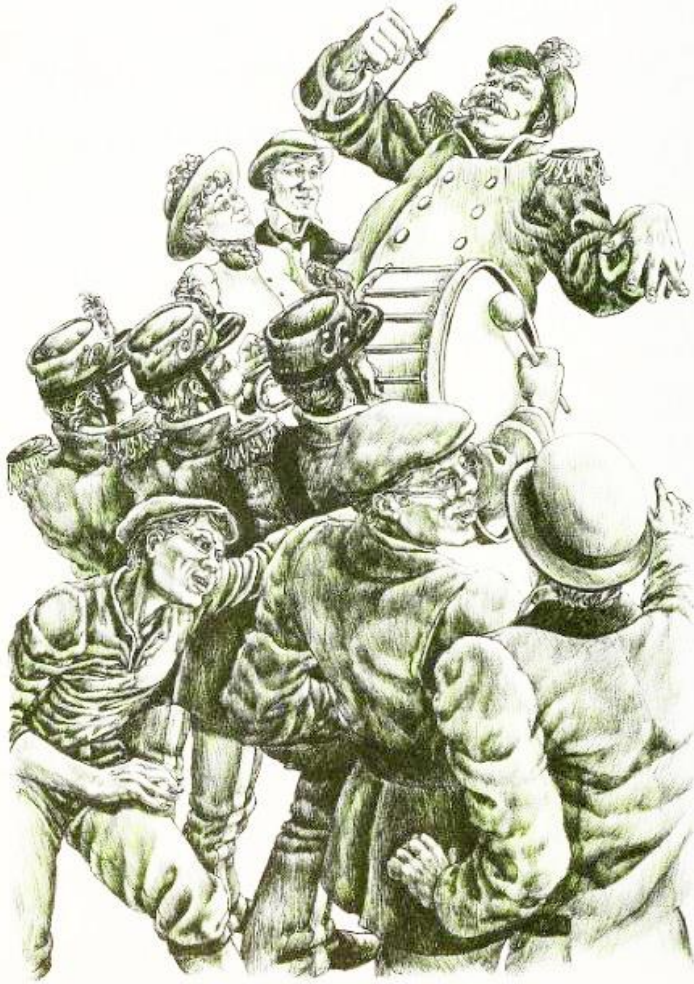
এরই মধ্যে হঠাত এক সুর শোনা গেল।

সুরটি ভেসে আসছিল পাশের এক গলি থেকে।

আর তা ধীরে ধীরে জোড়ালো হয়ে উঠতে লাগল।

কারা হতে পারে?

গয়নার কারিগরেরা- প্রায় দুশো জন তারা!

তারাও এসেছিল কুচকাওয়াজে যোগ দিতে।

তারা তাদের সাথে করে ব্যান্ডও এনেছিল।

আর সে ব্যান্ডের সুর উৎসবকে একেবারে জমিয়ে তুলল।

আরো কিছুটা চলার পর রাজমিস্ত্রীরাও যোগ দিল।

তারাও সাথে করে ব্যান্ড পার্টি এনেছিল।

তাদের ব্যান্ডের পিছন পিছন ঘোড়ার গাড়িও ছিল।

আর সেই ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে ইঁট দিয়ে তৈরি সিঁড়ি, দেওয়াল, আর জানলার কাঠামো সুন্দর করে সাজানো ছিল- তাঁদের কাজের স্বাক্ষর।

তাঁরা তাঁদের কাজ নিয়ে যে কত গর্বিত ছিল, তা সবাইকে দেখাতে চেয়েছিল।

এরপর আরো অনেক মজদুরেরা যোগ দিতে থাকল। তাঁদের মধ্যে কিছু জনেরা কুচকাওয়াজ এগোতে দেখে যোগ দিলেন, আগে থেকে কোনো ঠিক করা না থাকলেও।

ধীরে ধীরে এইভাবে অনেক মজুরের সমাবেশে কুচকাওয়াজ জমে উঠল।।

বেলা বাড়তে না বাড়তে, গ্র্যান্ড মার্শাল ম্যাকাবে ১০০০০ শ্রমিকদের নিয়ে কুচকাওয়াজ করছিলেন।

নানান রকমের ব্যান্ডেরা তখন তাদের মধ্যে নানান সুর বাজাচ্ছে।

রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ।

হাজারে হাজারে মানুষ তখন কুচকাওয়াজ দেখতে রাস্তার ধারে জমায়েত হয়ে গেছে।

তারা তালি বাজিয়ে, চিৎকার করে আরও উৎসাহ জোগাতে থাকল।

তারা নানা রঙের রুমালও নাড়াতে থাকল।

তাঁদের অনেকেই নানান চিত্র এঁকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই চিত্রের মাধ্যমে তাঁরা জমায়েত লোকেদের বোঝাতে চাইছিলেন ঠিক কি কি পরিবর্তন তাঁরা আনতে চান।

ঘণ্টা কমাও!
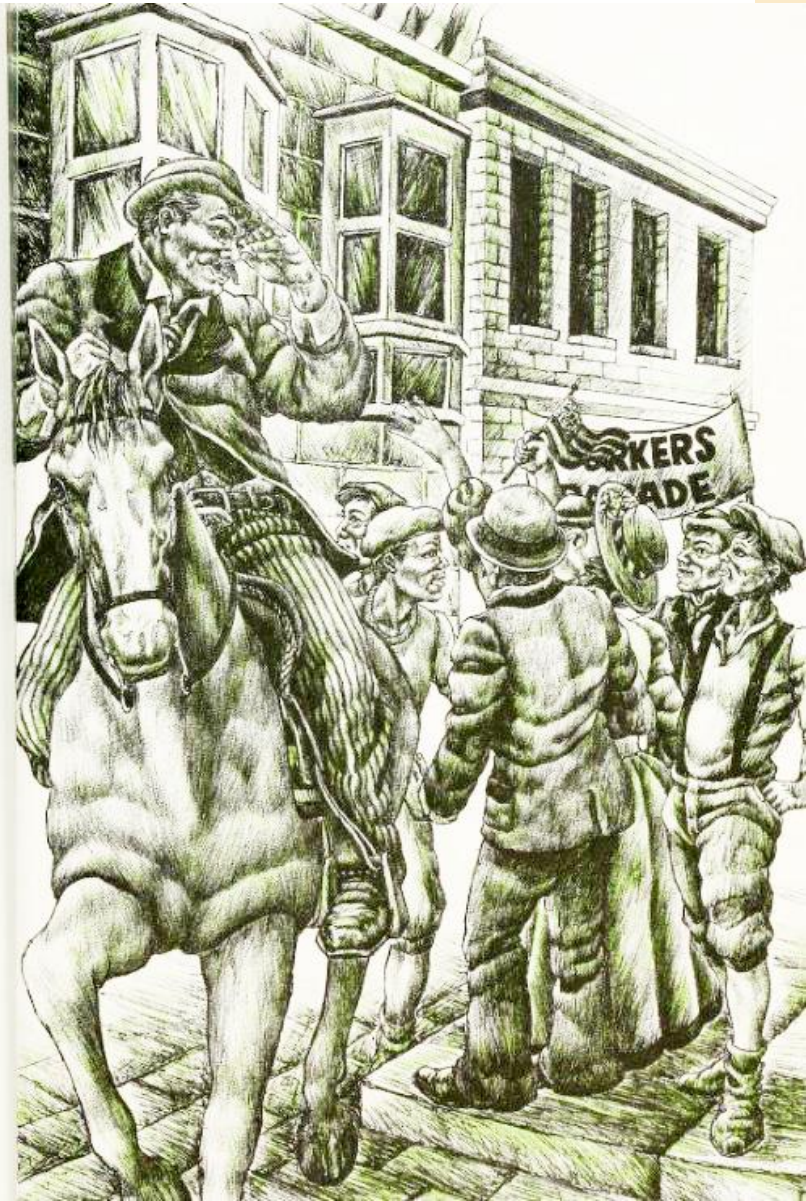
বেতন বাড়াও!

শিশুশ্রম বন্ধ করো!

শ্রমিকদের অনেকেই তাদের ইউনিফর্ম পড়ে হাজির হয়েছিলেন। আর যন্ত্রবিদেরা অ্যাপ্রন পড়ে।

কাঠের মিস্ত্রীরা তাদের যন্ত্রপাতি কোমরে বেঁধে নিয়েছিলেন।

কাগজ কলের মিস্ত্রীরা কাগজের টুপি পড়ে নিয়েছিলেন।
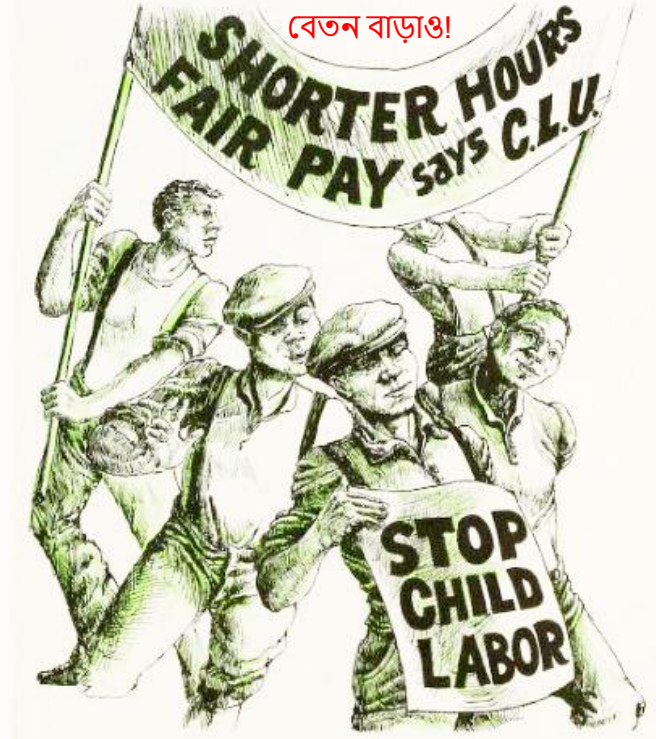
কুচকাওয়াজের পরে তাঁরা তাঁদের পরিবারের সবার সাথে মিলিত হলেন।

তারপর সবাই মিলে তারা এল্ম পার্কে পৌঁছালেন।

প্রায় ৫০০০০ লোক সেদিন পার্কে জমায়েত হয়েছিল।

তারা সবাই ভাল ভাল খাবার দাবার ও এনেছিল সাথে, একসাথে খাওয়া দাওয়া করার জন্য।

স্পিকারে তখন বাজছিল শ্রমিকদের জীবন ও তাদের কাজ নিয়ে নানান জানা ও অজানা কথা।

শোনানো হচ্ছিল কত গুরুত্বপূর্ন তাদের প্রত্যেকের কাজ।

এরপর সেখানে তারা কিভাবে ইউনিয়ন শুরু করা হবে তা নিয়ে আলোচনা করলেন।

কিভাবে শিশুশ্রম বন্ধ করা যায় সেনিয়েও আলোচনা হল।

বক্তৃতার পর আবার ব্যান্ড বাজানো হল।

নাচ হল। গানও হল।

আতসবাজি উড়ল আকাশে।

এইভাবে রাজকীয় ভাবে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হল।

এইভাবেই ১৮৮২ সাল থেকে শ্রম দিবসের সূচনা হল।

দিনের শুরুতে, উদ্যোক্তাদের মনে সন্দেহ ছিল উৎসব সফল হবে কিনা।

কিন্তু দিনের শেষে সবাই বুঝেছিলেন উৎসব সফল হয়েছে। শুধু একটা কথা তাঁরা জানতেন না। সেইদিন থেকে এটা একটা জাতীয় ছুটিতে পরিণত হয়েছিল।

সারা আমেরিকা জুড়ে সব মজুরেরা এইদিইটা তাদের নিজেদের দিন ও জাতীয় ছুটি বলে মানতে শুরু করল। এই কথা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ১৮৮৯ সালের মধ্যে, ৪০০ শহরে নিউইয়র্কের মত শ্রম দিবস পালন শুরু হয়েগেছিল।

বিভিন্ন রাজ্যে শ্রম আইন পাস হল। ওরেগন ছিল প্রথম রাজ্য। কলরাডো, নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্ক, আর ম্যাসেচুসেটেও পাস হল।

১৯৩০ সালের মধ্যে আমেরিকার প্রতিটা রাজ্যে শ্রম আইন ও শ্রম দিবস প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

শ্রম দিবসের সাথে সাথে শ্রমিকদের অনেক যন্ত্রণারও অবসান ঘটল।

শিশু শ্রমের বিরুদ্ধেও আইন প্রবর্তন হল।

সাপ্তাহিক কাজের দিন ও দৈনিক কাজের ঘন্টা কমানো হল।

যা একজন দুজন শ্রমিকের পক্ষে অসম্ভব ছিল, মিলিত হয়ে ইউনিয়ন গঠন করে তাঁরা সেই সব বদল আনতে সক্ষম হলেন।

আজকে যদিও শ্রমিকেরা আরো নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখিন হয়ে থাকেন, তবে আজকে যেকোনো কারখানায় তাদের নিরাপত্তার উপর অনেক নজর দেওয়া হয়।

নতুন যন্ত্রের থেকে যদিও নতুন বিপত্তির আশঙ্কা থাকতে পারে, সে ব্যাপারে শ্রমিক ইউনিয়ন আগে থেকেই ব্যবস্থা নেয়। ইউনিয়ন দেখে শ্রমিকেরা ঠিক মত বেতন পাচ্ছে কিনা।

ইউনিয়ন আরোও নানান ভাবে সদস্যদের দেখভাল করে।

শ্রম দিবস পালন করা হয় আমেরিকান
মজুরদের সম্মান করার জন্য।

সবাই এদিন মনে মনে সব মজুরদের শ্রদ্ধা
জানায় তাদের মূল্যবান কাজের জন্য।

আর সবাই মনে করে, প্রতিটা কাজই কতটা
গুরুত্বপূর্ন, সে যেকাজই হোক না কেনো।

সমাপ্ত